জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

পরিবহন ও যোগাযোগ

বাস্তবায়নে

BAMU
Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট ও বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত

সারাদেশকে একটি অভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের অন্যতম উন্নয়ন অঙ্গীকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সড়ক, সেতু, কালভার্ট ও ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। এর আওতায় সারাদেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক তৈরী হয়েছে। বিগত ২৫ জুন, ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়ার মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক' নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করেছে। এছাড়া জাতীয় মহাসড়কগুলোর উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে দেশের ৮টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ১০০টি সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৪৯৪ মিটার। এছাড়া কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সড়ক টানেল নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

যানজট নিরসন এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে সরকার ৬টি মেট্রো রেল লাইনের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২৫ সালের মধ্যে মেট্রোরেল কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এছাড়া ২০২৬ সালের মধ্যে পাতাল এবং উড়ালসহ মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশনবিশিষ্ট আরেকটি মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক আরো বিস্তৃত হবে এবং গণপরিবহণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান সরকার ৩০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মাস্টার প্লানের আওতায় নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। রেল খাত উন্নয়নে ২০০৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৭৩৯.৭ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, ২৮০.৩ কিলোমিটার মিটার গেজ রেললাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর, ৭৩২টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ এবং ১৪৪টি নতুন ট্রেন চালু করেছে বর্তমান সরকার।

যাত্রী পরিবহনে নৌ পথের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকার চারপাশে ১১০ কিলোমিটার বৃত্তাকার নৌপথ নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এর ২য় পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। ৩.৩ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। বিমানবন্দরে ২,৩০,০০০ বর্গমিটার আয়তনের তৃতীয় টার্মিনাল ভবন, ৬৩,০০০ বর্গমিটার আয়তনের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ২০২৪ সালে এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০২৩-২৪ বাজেট প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪ বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৮৫ হাজার ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বর্তমান ২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকা বেশী। ২০২২-২৩ এর সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬৯ হাজার ৯০০ কোটি টাকা (লেখচিত্র ১)।

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের বরাদ্দ প্রস্তাব মোট বাজেটের ১১.২ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। বরাদ্দের পরিমাণ ২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২১.৯ শতাংশ বেশি (লেখচিত্র ১)। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ রাখা হয়েছিল সংশোধিত মোট বাজেটের ১০.৬ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বরাদ্দের বিবেচনায় সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগের জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

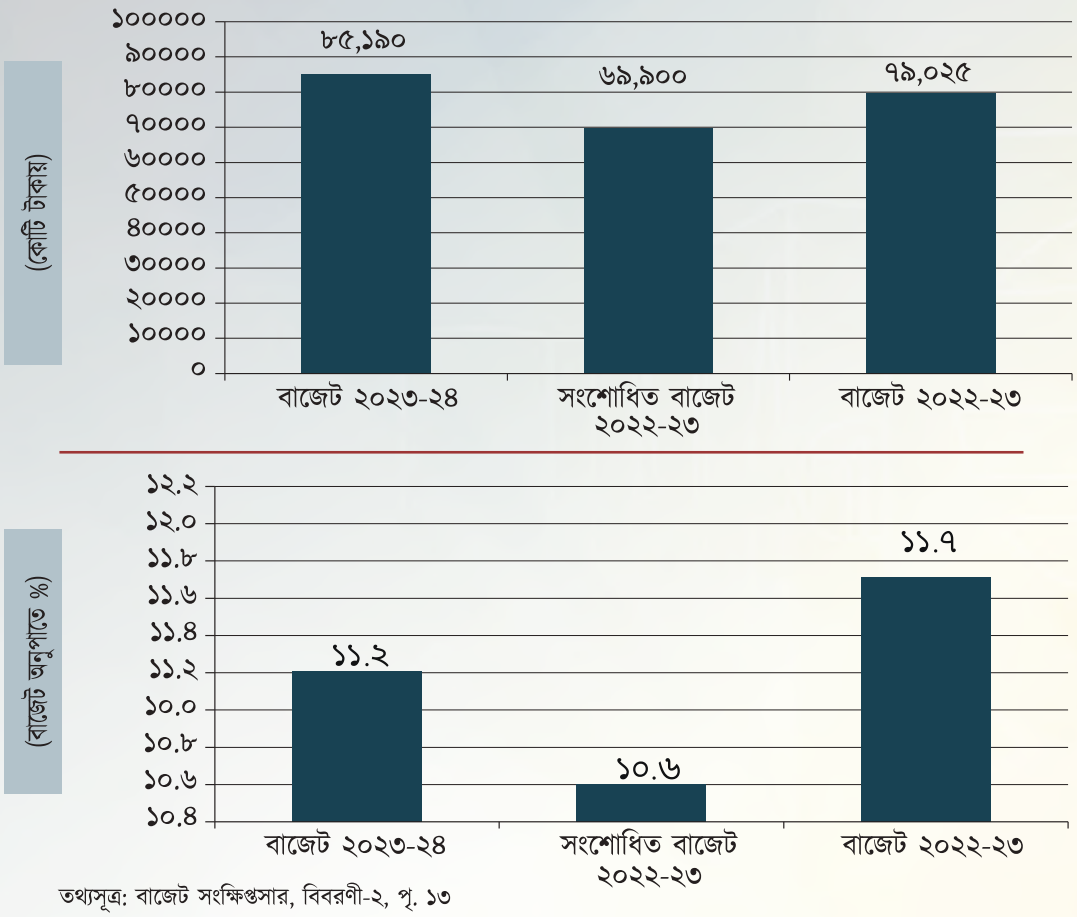

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১৩

লেখচিত্র ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ওয়ারী পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাজেট বরাদ্দ

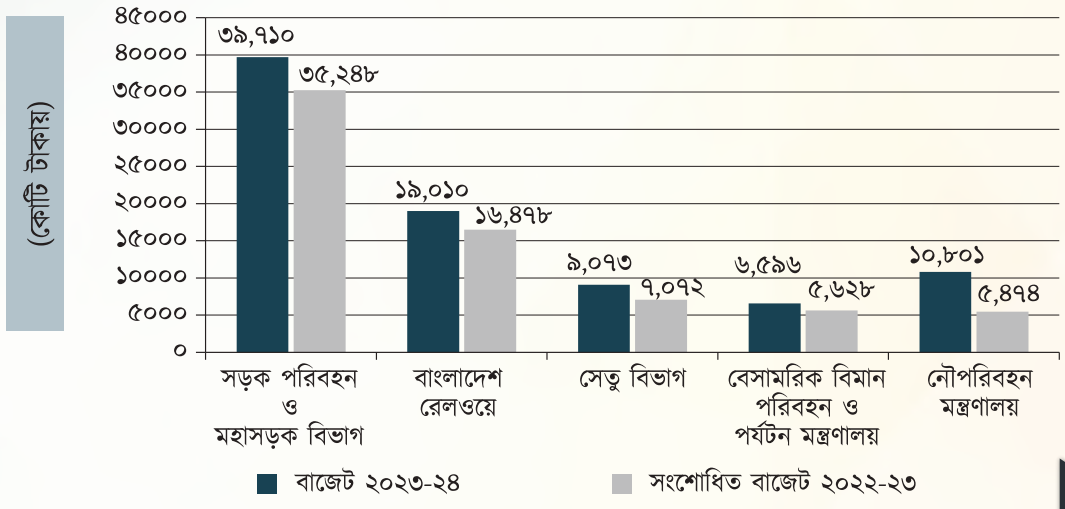

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১৩

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৪ হাজার ১০২ কোটি টাকা - যা উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দের ২৮.২ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২৬.১ শতাংশ। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীদারিত্ব সর্বাধিক - ৩৪ হাজার ৬২ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)। এছাড়া, রেল, ব্রিজ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং নৌপরিবহন এর জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ১৪ হাজার ৯৬০ কোটি, ৯ হাজার ৬৪ কোটি, ৬ হাজার ৫৪২ কোটি এবং ৯ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

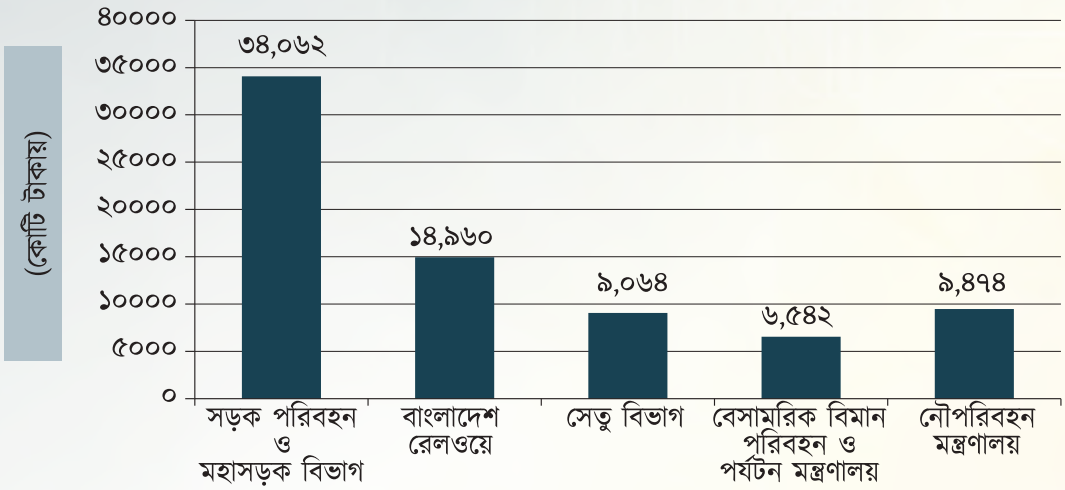

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ৫৮

৪. উপসংহার

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাণিজ্য সহায়ক যোগাযোগ উন্নয়ন ও বন্দর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নতুন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে সংযোগ তৈরী করে ৩০টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। রেলখাতে উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার আওতায় রেলওয়ের জন্য নতুন রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ডুয়েল গেজ/ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ, রেললাইন সংস্কার, গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেইটসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিমান পরিবহন যোগাযোগ সেবাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য বিমান বন্দর উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে খাতওয়ারী বরাদ্দ রাখা এবং তা সঠিভাবে বাস্তবায়ন করা সবিশেষ প্রয়োজন।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.